মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকার ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার

ভূমি বার্তা

ভূমি মন্ত্রণালয়ের ষাণ্মাসিক প্রকাশনা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই ২০১৮-জুলাই ২০১৯*
দাপ্তরিক পোর্টাল- www.minland.gov.bd, ফেসবুক পেজ- www.facebook.com/minland.gov.bd

হাতের মুঠোয় খতিয়ান

দেশব্যাপী অনলাইনে আর এস খতিয়ান অবমুক্তকরণ

"অনলাইনে আর এস খতিয়ান প্রাপ্তির ফলে জনগণের ভোগান্তি অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এতে সামাজিক দ্বন্দ-সংঘাত, মামলার ভোগান্তি এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস পাবে। এছাড়া নাগরিকবৃন্দের সময়, খরচ এবং যাতায়াত কমে যাবে। সর্বোপরি স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যাবে। সেবাগ্রহীতাগণ খুব সহজেই এখন নির্দিষ্ট ফি প্রদানের মাধ্যমে আর এস খতিয়ান পেতে পারেন"।

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে 'হাতের মুঠোয় খতিয়ান' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত দেশব্যাপী আর এস খতিয়ান অনলাইনে অবমুক্তকরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করার সময় ভূমিমন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি এসব কথা বলেন। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারীসহ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, 'অনলাইনে আর এস খতিয়ান'সহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিশেষ উদ্যোগের অধীন বাস্তবায়িত হচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রায় ৩২ হাজার জরিপ-কৃত মৌজার ১ কোটি ৪৬ লক্ষ আর এস খতিয়ান জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। বাকীগুলোও পর্যায়ক্রমে উন্মুক্ত করে দেয়া হবে।

ভূমিমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন, সেবাগ্রহীতাগণের সুবিধার্থে অভিযোগ কেন্দ্র গঠনের জন্য হটলাইন, সরকারের সাথে ভূমি সম্পর্কিত বিভিন্ন লেনদেনের জন্য ই-পেমেন্ট ব্যবস্থা চালুকরণের জন্য একটি পেমেন্ট গেটওয়ে স্থাপন, অনাবাসী বাংলাদেশিদের সেবা দেওয়ার জন্য একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম চালু এবং ল্যান্ড ব্যাংক করার বিষয়গুলোও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এসব মূলত পুরো ভূমি ব্যবস্থাপনাকে ইন্টিগ্রেটেড অটোমেশনের আওতায় নেওয়ার পর্যায়ক্রমিক ধাপ। খুব শীঘ্র সমগ্র বাংলাদেশকে ই-মিউটেশনের আওতায় আনা হবে।

মন্ত্রী বলেন, "দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারলে ভূমি ব্যবস্থাপনায় সু-শাসন নিশ্চিত করা সম্ভব। সুশাসন নিশ্চিত করতে পারলে আমরা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবো। ভূমি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন যেন টেকসই হয় সেজন্যে আমরা বদ্ধপরিকর"।

আরএস খতিয়ান উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

অনলাইনে আর এস খতিয়ান সম্পর্কে বিস্তারিত আছে পৃষ্ঠা নং ৪-এ

ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীবৃন্দের সম্পদের হিসাব গ্রহণের কার্যক্রম সম্পন্ন

ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন পাঁচটি দপ্তর এবং ৬৪টি জেলায় কর্মরত ১৭৫৭৬ জন কর্মচারীর মধ্যে ১৭২০৮ জন কর্মচারী তাদের সম্পদের হিসাব বিবরণী ইতোমধ্যে দাখিল করেছে। অবশিষ্ট ৩৬৮ জন কর্মচারী বিভাগীয় মামলায় সাময়িক বরখাস্ত এবং দীর্ঘমেয়াদি ছুটিতে থাকার কারণে সম্পদের বিবরণী দাখিল করতে পারেননি। বর্তমান সরকারের দুর্নীতিমুক্ত সেবা প্রদানের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে কর্মচারীবৃন্দের সম্পদের বিবরণী দাখিলের নির্দেশ দেয়া হয়। স্বচ্ছ এবং জনবান্ধব ভূমি সেবা প্রদানের অন্যতম কৌশল হিসেবে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীবৃন্দের সম্পদের হিসাব নেওয়ার ব্যাপারে ঘোষণা দিয়েছিলেন ।

*অপর পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয়তে দ্রষ্টব্য

সম্পাদকীয়

ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর অধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার বিগত এক বছরের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ে ভূমি বার্তা ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হলো। পরবর্তীতে ছয় মাসের কর্মকাণ্ড নিয়ে বছরে দুইবার ভূমি বার্তা নিয়মিত প্রকাশিত হবে। এছাড়া, এ সংখ্যায় সম্মানিত পাঠকমণ্ডলীকে ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কে ধারণা প্রদান করার চেষ্টা করা হয়েছে। আশাকরি সংখ্যাটি পাঠক মহলে গ্রহণযোগ্যতা পাবে। আপনাদের মূল্যবান পরামর্শ আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে।

আপনার কোন
মতামত থাকলে নিম্নোক্ত
ই-মেইলে-এ পাঠাতে পারেন
bhumibarta.minland@gmail.com

প্রধান পৃষ্ঠপোষকের শুভেচ্ছা বাণী

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও তথ্যের সহজলভ্যতার প্রতিশ্রুতি হিসেবে ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি বার্তা নামে অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে একটি পত্রিকা/বুলেটিন প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। পত্রিকাটি ছাপা আকারে ও অনলাইন সংস্করণে প্রকাশিত হবে। দক্ষ, স্বচ্ছ ও জনবান্ধব ভূমি সেবা প্রদানের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে পত্রিকাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি এর সাফল্য কামনা করি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এম পি)
মন্ত্রী
ভূমি মন্ত্রণালয়

প্রধান উপদেষ্টার শুভেচ্ছা বাণী

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও তথ্যের সহজলভ্যতার প্রতিশ্রুতি হিসেবে ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি বার্তা নামে অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে একটি পত্রিকা/বুলেটিন প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। পত্রিকাটি ছাপা আকারে ও অনলাইন সংস্করণে প্রকাশিত হবে। দক্ষ, স্বচ্ছ ও জনবান্ধব ভূমি সেবা প্রদানের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে পত্রিকাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি এর সাফল্য কামনা করি।

(মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী)
সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়

এই সংখ্যায় আছে

বিষয়	পৃষ্ঠা
অনলাইনে আর এস খতিয়ান	১
কর্মচারীবৃন্দের সম্পদের হিসাব গ্রহণ কার্যক্রম	২
ঢাকা জেলায় শতভাগ ই-নামজারি কার্যক্রম	৩
ভূমি সেবা সপ্তাহ এবং ভূমি উন্নয়ন কর মেলা ২০১৯	৩
অনলাইন খতিয়ান সম্পর্কিত একটি বিস্তারিত নিবন্ধ	৪
উন্নয়ন প্রকল্পের সংবাদ	৫
বেসিক ভূমি ব্যবস্থাপনা কোর্স	৬
অত্যাধুনিক হটলাইন	৬
ভূমি ভবন	৬
ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ	৬
কর্মশালার সংবাদ	৭
ই-নামজারির ধাপ	৮
ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তরের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য	৯

প্রকাশকের কথা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ভূমি সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পাদনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বর্তমানে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপীল বোর্ড, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয় এর অধীনে কাজ করছে। এছাড়া বিভাগীয় পর্যায়ে কমিশনার, জেলা পর্যায়ে কালেক্টর (জেলা প্রশাসক), উপজেলা পর্যায়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি), ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা (তহশীলদারগণ) ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রদানে নিয়োজিত রয়েছেন। ভূমি উন্নয়ন কর ও রাজস্ব আদায়, খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত, জলমহাল ব্যবস্থাপনা, ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল, ভূমি রেকর্ড প্রস্তুতকরণ ও জরিপকরণ এবং ভূমি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। এ ছাড়া ব্যাংকের মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়, জনস্বার্থে ভূমি আইন ও বিধি প্রণয়ন ইত্যাদি সংস্কারমূলক কার্যক্রম এবং ভূমিহীন ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, ভূমি জোনিং কার্যক্রম, চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ ও মেরামত, ভূমি রেকর্ড আধুনিকীকরণ তথা জনসাধারণকে স্বল্পতম সময়ে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রদান ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কার্যাদি ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে থাকে। এ সাফল্য অর্জনে সরকারের নিরন্তর কর্মউদ্যোগ ও সকল কর্মীদের কর্মযজ্ঞ জনগণের কাছে তুলে ধরা এবং একই সাথে ভূমি ব্যবস্থাপনায় সচেতনতা গড়ার লক্ষ্য নিয়ে অর্ধ-বার্ষিক 'ভূমি বার্তা'র যাত্রা শুরু হল। ভূমি সেবা/ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী, পেশাজীবী, গবেষক, বিশেষজ্ঞ সকলেই মন্ত্রণালয়ের এ উদ্যোগে সামিল হয়ে ভূমি বার্তার কাঙ্খিত সাফল্য অর্জনে অবদান রাখবেন বলে প্রত্যাশা করি।

(মোঃ আবদুল হক)
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
ভূমি মন্ত্রণালয়

সম্পাদনায়
জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়

(১) মোঃ রেজাউল কবীর, সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার (প্রশাসন), ভূমি সংস্কার বোর্ড। (২) আলীম আখতার খান, উপপরিচালক (অর্থ ও বাজেট), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর। (৩) অরুণ কুমার মন্ডল, উপসচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়। (৪) সৈয়দ মোঃ আব্দুল্লাহ আল নাহিয়ান, জনসংযোগ কর্মকর্তা, ভূমি মন্ত্রণালয়।

ঢাকা মহানগরসহ সমগ্র ঢাকা জেলায় শতভাগ ই-নামজারি কার্যক্রমের উদ্বোধন

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ঢাকা মহানগরসহ সমগ্র ঢাকা জেলায় শতভাগ ই-নামজারি কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। 'ই-নামজারি' অ্যাপ্লিকেশনটি মূলত 'জমি' নামক জাতীয় ভূমি-তথ্য ও সেবা অনলাইন প্ল্যাটফর্মের (www.land.gov.bd) একটি অংশ।

"আমার দায়িত্বকালের মধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়কে টপ ফাইভে না নিতে পারলে আমি নিজেকে ব্যর্থ বলে মনে করবো" - দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিত করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করতে গিয়ে ভূমিমন্ত্রী একথা বলেন।

মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁকে ভূমিমন্ত্রীর দায়িত্ব প্রদান করার পর তিনি ৯০ দিনের প্রাথমিক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এছাড়া, তাঁর মেয়াদের প্রথম দেড় বছর 'স্বল্প মেয়াদী', পরবর্তী দেড় বছর 'মধ্যম মেয়াদী' এবং শেষ দুই বছরকে 'দীর্ঘ মেয়াদী' পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তাঁর পুরো পাঁচ বছরের কর্মপরিকল্পনার 'ডেডলাইন' সাজিয়েছেন।

তিনি আশা ব্যক্ত করেন, সবাই মিলে ভালোভাবে কাজ করলে অবশ্যই ভূমি সেক্টরের বিভিন্ন সমস্যা দ্রুত সমাধান করা সম্ভব। মন্ত্রী বলেন, কাজের স্বার্থে তাঁর দরজা সবার জন্য খোলা। বিভিন্ন জায়গায় উক্ত এলাকাভিত্তিক বিশেষ সমস্যাও থাকতে পারে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন মাঠ পর্যায় থেকে তিনি আইডিয়া নিতে ইচ্ছুক। জনস্বার্থে যেকোনো কার্যকরী আইডিয়া গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে তা কাজে লাগানো হবে বলে তিনি বলেন। 'মুজিববর্ষ' শুরু হবার আগেই ভূমি মন্ত্রণালয়কে একটি পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মন্ত্রী দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসক জনাব আবু ছালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে ভূমিমন্ত্রী ছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ভূমি সচিব মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী এবং ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ। এছাড়া, অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) মোঃ নুরুন্নবী। অনুষ্ঠানে ভূমি সংস্কার বোর্ডের সদস্যবৃন্দ, ঢাকা কালেকটরেট-এর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, এটুআই এর প্রতিনিধি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

'ভূমি সেবা সপ্তাহ ও ভূমি উন্নয়ন কর মেলা ২০১৯' অনুষ্ঠিত

'রাখব নিষ্কণ্টক জমি-বাড়ি, করব সবাই ই-নামজারি' এ প্রতিপাদ্য নিয়ে গত ১০-১৬ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ দেশের সকল জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে 'ভূমি সেবা সপ্তাহ এবং ভূমি উন্নয়ন কর মেলা ২০১৯' অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১১ এপ্রিল ২০১৯তারিখে রাজধানীর সেগুন বাগিচাস্থিত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কমপ্লেক্স-এ অবস্থিত জাতীয় চিত্রশালায় ঢাকা'র বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে, 'ভূমি সেবা সপ্তাহ এবং ভূমি উন্নয়ন কর মেলা ২০১৯' উপলক্ষে স্থাপিত ঢাকা মহানগরী অঞ্চলের ভূমি সেবা ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এম পি।

উদ্বোধনী বক্তব্যে মাননীয় মন্ত্রী বলেন সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জবাবদিহি দুই জায়গায়- নিজ ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি এবং রাষ্ট্র ও জনগণের প্রতি। ভূমি উন্নয়ন কর মেলাতে উৎসবমুখর পরিবেশে জনগণ তাঁদের ভূমি সেবা গ্রহণ করতে পারবেন-এতে তাঁদের ভোগান্তি কম হবে। জনগণ ঠিকমত সেবা পেলে ভূমি মন্ত্রণালয়ে কর্মরত সবার (সকল পর্যায়ের) জবাবদিহি নিশ্চিত হবে।

সেবা ক্যাম্পে নিম্নলিখিত সেবাসমূহ প্রদান করা হয় :

** ডিজিটাল পদ্ধতিতে ঘরে বসে/সহজে স্বল্প সময়ে অনায়াসে ও নির্ধারিত ফি'তে ভূমি সেবা পাওয়ার বিষয়ে অবহিতকরণ/উদ্বুদ্ধকরণ।

** দেশের যেকোনো উপজেলা ভূমি অফিসে ই-নামজারির আবেদন প্রক্রিয়া প্রদর্শন এবং লিখিত অনুসরণীয় বার্তা এবং ফর্ম প্রদান।

** তাৎক্ষণিক ই-নামজারি সেবা প্রদান, ভূমি উন্নয়ন কর গ্রহণ, খাস জমি বন্দোবস্তের আবেদন গ্রহণ, বন্দোবস্তের কবুলিয়ত প্রদান, রিভিউ মোকদ্দমার আবেদন গ্রহণ, বিবিধ মোকদ্দমার আবেদন গ্রহণ ও সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত প্রদান।

ই-নামজারি আবেদন করার ধাপসমূহ প্রদত্ত আছে পৃষ্ঠা ৮-এ

চালু হলো ই-নামজারি
টাউট দালালদের মাথায় বাড়ি

রাখব নিষ্কণ্টক জমি-বাড়ি
করব সবাই ই-নামজারি

‘হাতের নাগালে ভূমি-সেবা’ এই স্লোগানে ভূমি মালিকানা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ এবং হালনাগাদকরণে ভূমি মন্ত্রণালয়ের গৃহীত উদ্যোগ - বিশেষ নিবন্ধটি লিখেছেন মোঃ দৌলতুজ্জামান খাঁন, ভূমি সচিবের একান্ত সচিব (উপসচিব)

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্বচ্ছ, দক্ষ, জবাবদিহিমূলক, আরও গতিশীল ও জনবান্ধব ভূমি-সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ইতোমধ্যে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত উদ্যোগের মধ্যে এটুআই-এর সহায়তায় ই-মিউটেশন, অনলাইনে আর এস খতিয়ান, মুসলিম আইন অনুযায়ী উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটর, মৌজা ম্যাপ অনলাইনে প্রকাশ অন্যতম। পর্যায়ক্রমে ভূমি সংক্রান্ত মিস মামলা, মিস রিভিউ মামলা, মিস আপীল মামলা, হাটবাজার ব্যবস্থাপনা, খাসজমি ব্যবস্থাপনা, অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন করসহ অন্যান্য সকল ভূমি-সেবা নাগরিকের হাতের নাগালে আনা হবে।

দেশে প্রায় ৬১,৫০০ (তিন পার্বত্য জেলা ব্যতিত) মৌজা রয়েছে। তন্মধ্যে ৪১ হাজার মৌজার জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৩২ হাজার মৌজার জরিপে প্রকাশিত এক কোটি ৪৬ লক্ষ আর এস খতিয়ানের তথ্য অনলাইনে প্রাপ্তির সুযোগ করা হয়েছে। জনগণকে দ্রুত সময়ে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বর্তমানে ৩০২ টি উপজেলায় ই-মিউটেশন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। বর্তমানে নামজারি মামলা ৪৫ কার্যদিবসের স্থলে ২৮ দিনে নিষ্পত্তি করা এবং প্রবাসি বাংলাদেশিদের জন্য নামজারি মামলা মহানগরে ১২ দিন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ৯ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করার জন্য সম্প্রতি আদেশ জারি করা হয়েছে। RS-K (Revisional Survey-Khatian) System ও DRR (Digitization of Record Room)-এর মাধ্যমে সি এস, এস এ, আর এস এবং দিয়ারা খতিয়ান অনলাইনে সরবরাহকরণের পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

ভূমি ব্যবস্থাপনায় প্রচলিত পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা

- খতিয়ানের কপি প্রাপ্তিতে জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতা;
- মূল রেকর্ডিয় মালিক সম্পর্কে তথ্য জানতে না পারা;
- নামজারিকরণের পদ্ধতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকা; নামজারি মামলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে রেকর্ড হালনাগাদ না করা;
- একই জমি একাধিক ব্যক্তির নামে রেজিস্ট্রেশন ও নামজারি করা;
- সামাজিক দ্বন্দ-সংঘাতের পাশাপাশি দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার উৎপত্তি;
- নাগরিকের সময়, খরচ ও যাতায়াত বেশি;
- মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য; এবং
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাব।

বর্তমান সিস্টেমের সুবিধা

- land.gov.bd অথবা rsk.land.gov.bd অথবা www.minland.gov.bd অথবা মোবাইল অ্যাপ-এর মাধ্যমে ঘরে বসে অথবা নিকটস্থ ডিজিটাল সেন্টারে অথবা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত হতে খতিয়ানের কপি প্রাপ্তি;
- অফিসে উপস্থিত না হয়েই অনলাইনে নামজারির আবেদন;
- ভূমি অফিস কর্তৃক সহজে, দ্রুততম সময়ে ও নির্ভুলভাবে অনলাইনে নামজারি এবং নির্ধারিত সময়ে মামলা নিষ্পত্তি মনিটরিং;
- অনলাইন পেমেন্ট (ইউক্যাশ/ বিকাশ/ রকেট/ সোনালী পেমেন্ট গেটওয়ে/ মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস/ই-চালানের সঙ্গে সমন্বিত) করার সুযোগ;
- ভূমি মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে মনিটরিং করার সুবিধা;
- RS-K সিস্টেম (বর্তমানে এক কোটি পয়তালিশ লক্ষ আর,এস, খতিয়ান/ পর্চা)-এর মাধ্যমে রেকর্ড যাচাই করার সুযোগ;
- উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটরের সঙ্গে সমন্বিত থাকায় নির্ভুলভাবে সম্পত্তির বণ্টন হিসাব; এবং
- মোবাইল অ্যাপ-এর মাধ্যমে খতিয়ান/পর্চার তথ্য দেখা ও অনলাইনে আবেদন করার সুযোগ।

নাগরিক সেবায় প্রভাব

- সামাজিক দ্বন্দ-সংঘাত, দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা, ভোগান্তি ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস পাবে;
- রেকর্ড বা নথি হারিয়ে যাওয়া ও নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা;
- নাগরিকের সময়, খরচ ও যাতায়াত হ্রাস পাবে;
- নামজারি প্রস্তাব ও খতিয়ান টেম্পারিং রোধ হবে;
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে;
- সরকারি সম্পত্তি সুরক্ষা করা সম্ভব হবে;
- সাধারণ নাগরিক প্রতারকের হাত হতে রক্ষা পাবে; এবং
- মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস পাবে।

আর এস খতিয়ান - মোবাইল অ্যাপ লে-আউট

ভূমি-সংক্রান্ত কতিপয় নাগরিক সেবা ই-সার্ভিসে রূপান্তর এবং অনলাইনে প্রদানের লক্ষ্যে www.land.gov.bd ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক সর্বশেষ প্রকাশিত স্বত্বলিপি তথা আর.এস. [Revisional Survey (R.S.)] খতিয়ান নামজারি ও জমাভাগ/জমা একত্রীকরণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রায় তিন কোটি ৫০ লক্ষ খতিয়ানের মধ্যে প্রায় ৩২,০০০ মৌজার প্রায় এক কোটি ৪৬ লক্ষ খতিয়ান rsk.land.gov.bd ও drr.land.gov.bd ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। জরিপ কার্যক্রম একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এ জন্য জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এমন খতিয়ানসমূহ পর্যায়ক্রমে আপলোড করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং পরবর্তীতে জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর চূড়ান্তভাবে গেজেটে প্রকাশিত খতিয়ানও এই লিংকে আপলোড করা হবে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের www.land.gov.bd অথবা rsk.land.gov.bd অথবা minland.gov.bd অথবা http://drr.land.gov.bd/ ওয়েব সাইট অথবা মোবাইল অ্যাপ-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক ঘরে বসে অথবা নিকটস্থ যে কোন ডিজিটাল সেন্টারে অথবা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে নিজের জমি সংক্রান্ত তথ্য দেখার সুযোগ পাবেন।

আর এস খতিয়ান - ওয়েবসাইট লে-আউট

কালেক্টর তথা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ড রুম হতে প্রচলিত বিধান অনুসরণ করে খতিয়ান/পর্চা প্রদান করা হয়ে থাকে। কাঙ্খিত খতিয়ানের কপি প্রাপ্তিতে জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতা পরিহার, সময়, খরচ ও যাতায়াত হ্রাস করা, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ব বন্ধ করা এবং ভূমি-সংক্রান্ত সেবা আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহি করার লক্ষ্যে প্রচলিত বিধানের পরিবর্তে সরকার অনলাইনভিত্তিক RS-K System চালু করেছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় DRR (Digitization of Record Room)-এর মাধ্যমে সি এস, এস এ, আর এস এবং দিয়ারা খতিয়ান অনলাইনে আনয়ন করা হয়েছে।

ডিজিটাল রেকর্ডরুম লে-আউট

দেশের সকল খতিয়ানের তথ্য একটি প্লাটফর্মে আনার মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রাথমিক পর্যায়ে সকল আর এস খতিয়ান সমূহ একটি সিস্টেমের মাধ্যমে জনগণের নিকট অবমুক্ত করা হচ্ছে। এই সিস্টেমের নাম আর এস খতিয়ান। এর মাধ্যমে যেকোন নাগরিক মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে অথবা অনলাইনের মাধ্যমে তার কাঙ্খিত খতিয়ান খোঁজা এবং খতিয়ানের জন্য আবেদন করতে পারবে। সিস্টেমটির মাধ্যমে আর এস জরিপে প্রকাশিত ও গেজেটভুক্ত অনলাইন খতিয়ানের সংখ্যা নিম্নরূপ-

- RS-K System-এর মধ্যে ১৭,৯৪১ টি মৌজার ১ কোটি ১ লক্ষের অধিক আর এস খতিয়ান;
- DRR সিস্টেমের মধ্যে ১৩,৯৭২ মৌজার ৪৪,৯৫,১৯৯ টি খতিয়ানসহ মোট ১ কোটি ৪৬ লক্ষের অধিক এই সিস্টেম থেকে পাওয়া যাবে এবং পর্যায়ক্রমে সি এস/এস এ/ দিয়ারা খতিয়ানকেও উণ্মুক্ত করা হবে।

প্রায় ৬১,৫০০ (তিন পার্বত্য জেলা ব্যতীত) মৌজার প্রায় ৩ কোটি ৫০ লক্ষ আর এস খতিয়ান/পর্চার মধ্যে এই সিস্টেম-এ বিভাগভিত্তিক বিভাজন-

- বরিশাল বিভাগে ৯১৬ টি মৌজার ৬,৫৯,৫৯৬ টি খতিয়ান;
- চট্টগ্রাম বিভাগে ২,৭৬৯ টি মৌজার ১৭,০৬,৩৩১ টি খতিয়ান;
- ঢাকা বিভাগে ৩,৬১৩ টি মৌজার ২৬,০৪,৩৩৭ টি খতিয়ান;
- খুলনা বিভাগে ৩,৪৯৫ টি মৌজার ১৯,১৭,৭৭৬ টি খতিয়ান;
- রাজশাহী বিভাগে ৬৩০ টি মৌজার ৩,১২,১৬৪ টি খতিয়ান;
- রংপুর বিভাগে ১,১১৫ টি মৌজার ৮,৩০,৪৪২ টি খতিয়ান;
- সিলেট বিভাগে ১,৭১১ টি মৌজার ৭,৭৫,২৪৬ টি খতিয়ান;
- ময়মনসিংহ বিভাগে ২,৭৩৮ টি মৌজার ১২,৬৭,৮০৭ টি খতিয়ান; এবং
- DRR সিস্টেম-এ ১৩,৯৭২ মৌজার ৪৪,৯৫,১৯৯ টি খতিয়ান বা পর্চা ডিজিটাইজ করা হয়েছে।

ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প

১. গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিক্টিমস রিহ্যাবিলিটেশন) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (অক্টোবর ২০১৫ হতে জুন ২০২০)

ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিক্টিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্পের আওতায় সেপ্টেম্বর '১৫ পর্যন্ত ২৫৪টি গুচ্ছগ্রামে ১০,৭০৩টি ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ৫০ হাজার ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিক্টিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্পটি অক্টোবর ২০১৫ হতে জুন ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

চলতি অর্থ বছরের ডিসেম্বর '১৮ পর্যন্ত ২,০০০ ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য মাঠ পর্যায়ে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ ছাড়া গুচ্ছগ্রামে প্রতিটি পরিবারকে ৪-৮ শতক খাসজমির কবুলিয়ত সম্পাদন, ৩০০ বর্গফুটের দুই কক্ষবিশিষ্ট ঘর প্রদান, নলকূপ স্থাপন, মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ, পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, বিধবাদের ক্ষেত্রে নারীর নামে কবুলিয়ত সম্পাদন এবং আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ শেষে প্রতিটি পরিবারকে ১৫ হাজার টাকা ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়।

২. ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ (প্রথম পর্যায়: Computerization of Existing Mouza Maps and Khatian) (২য় সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৯)

ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ কার্যক্রম এর আওতায় পর্যায়ক্রমে সারাদেশের ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য ডিজিটাল পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রাথমিকভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ প্রকল্প (প্রথম পর্যায়ঃ Computerization of Existing Mouza Maps and Khatian) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় সি,এস, এস,এ, ও আর,এস, জরিপের ৪,৫৮,৪৩,৪০৪টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরের ডিসেম্বর '১৮ পর্যন্ত সর্বমোট ৭৮,১০,৪৭৭টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে।

৩. চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট (সিডিএসপি-৪) (২য় সংশোধিত) (ভূমি মন্ত্রণালয় অংশ) (জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৮)

চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট (সিডিএসপি-৪) এর আওতায় ১৪ হাজার ভূমিহীন পরিবারকে ২০ হাজার একর খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং খাস জমির প্লট টু প্লট সার্ভে কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিটি পরিবারকে ১-১.৫ একর খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়। চলতি অর্থ বছরের ডিসেম্বর '১৮ পর্যন্ত ২৪৮৭টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে খতিয়ান বিতরণের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

৪. উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২০)

দেশের জরাজীর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহের ভবন নির্মাণ এবং দাপ্তরিক কার্যাদি সম্পাদনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস ও ৫০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চলতি অর্থ বছরের ডিসেম্বর '১৮ পর্যন্ত ১৩৫ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে সেবার মানে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে মর্মে আশা করা যায়।

৫. সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০১৯):

সারাদেশের আরো ১০০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চলতি অর্থ বছরের ডিসেম্বর '১৮ পর্যন্ত ৪৯১টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ৫৭১টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছে। ১০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৬. ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ তলা হতে ১২ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০১৯)

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ প্রদান সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রস্থিত ভবনের উপরে ৬ষ্ঠ তলা হতে ১২ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরের ডিসেম্বর '১৮ পর্যন্ত সবগুলো ফ্লোরের ঢালাই কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ইন্টারনাল কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৭. ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলার ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১)

দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা Economic Development Cooperation Fund (EDCF) এর আর্থিক সহযোগিতায় "Establishment of Digital Land Management System (DLMS) through Digital Survey and Settlement Operations of 3 (three) City Corporations, 1 (one) Pourasava and 2 (two) Rural Upazilla of Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ প্রকল্পের প্রকল্প এলাকা রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও নারায়গঞ্জ সিটিকর্পোরেশন, মানিকগঞ্জ পৌরসভা এবং কুষ্টিয়া সদর ও ধামরাই উপজেলা।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় নিম্নোক্ত নতুন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে

১. ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প
২. ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প
৩. ভূমি ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে ও দেশের বাইরে প্রশিক্ষণ প্রকল্প
৪. Establishing Integrated Digital Network in the Case Application Management System (CAMS) of All Land & Land Revenue Adalats of Bangladesh (LALRB)
৫. মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প
৬. উপজেলা পর্যায়ে খাস পুকুর সংরক্ষণ ও সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প
৭. চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট ব্রিজিং প্রজেক্ট (নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন)
৮. ২০টি জোনাল/রিভিশনাল সেটেলমেন্ট অফিসের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
৯. ঢাকা মহানগরীর ছিন্নমূল বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদের বহুতল বিশিষ্ট ভবনে পুনর্বাসন (২য় পর্যায়) প্রকল্প
১০. ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের আওতাধীন একটি স্থায়ী প্রশিক্ষণ একাডেমী স্থাপন প্রকল্প
১১. ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা সেটেলমেন্ট, দিয়ারা সেটেলমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট প্রেসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নতুন আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প
১২. বিভাগীয় ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

বেসিক ভূমি ব্যবস্থাপনা কোর্স অনুষ্ঠিত

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে একযোগে ১৭০ জন সহকারী কমিশনারকে সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে ভূমি মন্ত্রণালয়ে ন্যাস্ত করা হয়। তন্মধ্যে ১০০ জন সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে ভূমি মন্ত্রণালয়াধীন ভূমিপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত "৯ম বেসিক ভূমি ব্যাবস্থাপনা কোর্সে" অংশগ্রহণের জন্য মনোনীত করা হয়। ১৯ মার্চ ২০১৯ হতে ০২ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ২ সপ্তাহব্যাপী "৯ম বেসিক ভূমি ব্যবস্থাপনা কোর্সের" বিশেষত্ব হচ্ছে এটি একই সাথে দুইভাগে দুইটি ভিন্ন ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হয়।

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণকেন্দ্র ২৯ জন এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে ৪৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো: শফিউল আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী ও মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জনাব মোঃ তসলীমুল ইসলাম।

প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদানে মন্ত্রিপরিষদ সচিব

ভূমি মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত হচ্ছে অত্যাধুনিক হটলাইন

- জরুরী অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ, অভিযোগ দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি, সেবাগ্রহীতার নিকট হতে অভিযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে।
- ব্যবহারকারীর নাম, ঠিকানা বা পরিচয় কোন অবস্থাতেই প্রকাশ করা হবে না।
- কলসেন্টারটি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।
- বিটিআরসি কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত শর্টকোড ১৬১২২।
- পার্কিং/রাউটিং এর কাজ মেট্রোনেট বাংলাদেশ লিঃ-এর মাধ্যমে করার কথা আছে।
- ভূমি মন্ত্রণালয়ের জন ৩০ (ত্রিশ) জন এজেন্ট/অপারেটর (প্রাথমিকভাবে ০৫ জন এজেন্ট/অপারেটর) বিশিষ্ট কল সেন্টার স্থাপন ও চালুকরণের নিমিত্ত বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থা সহায়তা প্রদান করছে।
- পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থা প্রদান করবে।
- অত্যাধুনিক পূর্ণাঙ্গ কলসেন্টারে ৩৬ ইউনিটের সিসিটিভি সিস্টেম, ডিজিটাল এলআইডি ইন্টারঅ্যাকটিভ মনিটরসহ আনুষঙ্গিক অনেক আধুনিক যন্ত্রপাতি থাকবে।
- প্রাথমিক খরচ প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা।

Land Hotline
16122

ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ

২০১৮ সাল হতে দক্ষিণ কোরিয়ার সহায়তায় গ্লোবাল ন্যাভিগেশন সিস্টেম, স্যাটেলাইট ইমেজারী, মনুষ্যবিহীন আকাশযান/সার্ভে ড্রোন, ইলেক্ট্রনিক টোটাল স্টেশন মেশিন ইত্যাদি ব্যবহার করে নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, মানিকগঞ্জ পৌরসভা এবং ধামরাই ও কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করে মৌজা ম্যাপ এবং খতিয়ান প্রণয়ন করা হচ্ছে। 'Establishment of Digital Land Management System (EDLMS)' প্রকল্পটি ২০২১ সাল নাগাদ শেষ হবার কথা রয়েছে।

সুফল

- উপর্যুক্ত ৬টি স্থানে ৫৮৯টি মৌজায় ডিজিটাল ভূমি জরিপ সম্পন্ন করা হবে;
- ডিজিটাল রেকর্ড ডাটার সাথে মৌজাম্যাপ ও মিউটেশন রেকর্ড সমন্বয় করে ক্যাডাস্ট্রাল ডাটাবেইজ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে;
- সমন্বিত ভূমি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসের মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হচ্ছে;
- ভূমি ডাটা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা যেন সেবা প্রার্থী তাঁদের প্রত্যাশিত তথ্য অনলাইনে জানতে পারেন;
- মৌজাম্যাপ এবং রেকর্ডের মধ্যে লিংক থাকার কারণে রেকর্ডের সাথে প্লটও দেখা যাবে;
- ভূমিবিবাদ হ্রাস পাবে ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় সহজ হবে;
- ভূমি জরিপ ও ব্যবস্থাপনায় আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি হবে;
- ভূমি জরিপ ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হবে;
- নগর পরিকল্পনা ও এর উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভূমি ডাটা আদান-প্রদান করা যাবে।

দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে ভূমি ভবন নির্মাণ কাজ

ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থাকে একই ছাদের নীচে এনে জনগণকে One Stop Service প্রদানের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র নির্দেশনায় ঢাকার তেজগাঁও-এ ভূমি ভবন নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে।

২টি বেজমেন্টসহ ২০ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ১৩ তলা ভবনের এ পর্যন্ত ৪৮ ভাগ কাজ সমাপ্ত হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে জানা যায়। এতে মোট ৩৪৫.৬৭৮ হাজার বর্গফুট স্থান সংকুলান হবে। এ ভবনে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপীল বোর্ড ইত্যাদি অফিস ছাড়াও ফুড ক্যাফে, প্রার্থনার স্থান, ব্যাংক ও বুথ ইত্যাদি স্থান সংকুলানের পরিকল্পনা রয়েছে।

‘ভূমি সেবায় অধিকতর গতিশীলতা আনয়নে ই-নামজারির ভূমিকা’ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ৩১ মার্চ ২০১৯ তারিখে ভূমি সংস্কার বোর্ডের উদ্যোগে রাজধানীর বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে ‘‘ভূমি সেবায় অধিকতর গতিশীলতা আনয়নে ই-নামজারির ভূমিকা’’ শীর্ষক একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এম পি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী।

কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সুলতান মাহমুদ, সদস্য (প্রশাসন), ভূমি সংস্কার বোর্ড। নির্ধারিত আলোচক ছিলেন ভূমি বিশেষজ্ঞ জনাব ফায়েকুজ্জামান, সাবেক পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, সাবেক চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, ভূমি মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণ এবং a2i প্রকল্পের প্রতিনিধিবৃন্দ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন পেশাজীবী ব্যক্তি ও জনপ্রতিনিধিগণ এবং গণমাধ্যম কর্মীবৃন্দ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন এবং উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন।

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের উন্মুক্ত আলোচনার মধ্যে দিয়ে কর্মশালার কার্যক্রম শুরু হয়। উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারী আলোচকবৃন্দের বক্তব্যের উপর ভূমি সচিব মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী এবং জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। মধ্যাহ্ন বিরতির পর কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ দলভিত্তিক কার্যক্রম শুরু করেন এবং নিজ নিজ দলের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। অংশগ্রহণকারীবৃন্দের সুপারিশগুলো নিয়ে এরপর আলোচনা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, ভূমি মন্ত্রণালয়ে কর্মরতদের আমার সাথে ‘সেম পেজে’ (দুর্নীতিমুক্ত ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়তে সহমত) থাকতে হবে। যারা এতে ‘কমফোর্ট ফিল’ করবেন না তাঁদের ঠিক করে ফেলা উচিৎ তাঁরা কি করবেন। যারা অন্যায় করবেন তাঁরা কেউই রেহাই পাবেন না। যারা ভালো কাজ করবেন তাঁদের জন্যে থাকবে ‘রিওয়ার্ড’। আমরা ইতোমধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে কর্মরতদের সম্পদের হিসাব নিয়ে ফেলেছি। এ সম্পর্কিত পরবর্তী কার্যক্রম খুব শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা জিরো টলারেন্স নীতিতে রয়েছি।

মন্ত্রী আরও বলেন, ইতোমধ্যে ৩ লক্ষ ৯৩ হাজারেরও বেশি ই-নামজারি কেস সম্পন্ন হয়েছে। নামজারি সম্পন্ন করার সময়কাল ২৮ দিনে নামিয়ে আনা হয়েছে, এছাড়াও অনাবাসী বাংলাদেশিদের জন্য তা আরও কমিয়ে আনার ব্যবস্থা চলছে।

“ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই সম্যক ধারণা বেশ কম, যদিও সবার জীবন এবং পরিবারের সাথে বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভূমি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে আগামী ১০ই এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে সারা দেশে ভূমি সেবা সপ্তাহ এবং ভূমি উন্নয়ন কর মেলা পালন করা হবে” ভূমি মন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন।

*** ইতোমধ্যে দেশব্যাপী ভূমি সেবা সপ্তাহ এবং ভূমি উন্নয়ন কর মেলা পালন করা হয়েছে।**

‘ভূমি জরিপ কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণে করণীয়’ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১৫ মে ২০১৯ তারিখে ‘ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের উদ্যোগে রাজধানীর তেজগাঁয়ে অবস্থিত অত্র অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়স্থিত প্রশিক্ষণ হলে অনুষ্ঠিত ভূমি জরিপ ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনায় অধিকতর গতিশীলতা আনয়নে ‘ভূমি জরিপ কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণে করণীয়’ শীর্ষক এক দিনের কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (প্রশাসন) আলীম আখতার খান। আলীম আখতার খান তাঁর প্রবন্ধে ভূমি জরিপের ইতিহাস, জরিপ কাজে বর্তমান চ্যালেঞ্জ ও করণীয়সমূহ এবং জরিপ কর্মকাণ্ড আধুনিকায়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন।

কর্মশালায় নির্ধারিত আলোচকবৃন্দ ছিলেন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রাক্তন মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমান, প্রাক্তন পরিচালক ফায়েকুজ্জামান চৌধুরী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক নুরুল ইসলাম নাজেম।

কর্মশালায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ এবং ভূমি আপীল বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ আবদুল হান্নান। সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান এ বছরের জুন মাসের মধ্যেই সমগ্র দেশে ই-নামজারি কার্যক্রম শুরু হবার সমূহ সম্ভাবনার কথা জানান। দুই শীর্ষ সরকারি কর্মকর্তাই ভূমি ব্যবস্থাপনার সমস্যার গভীরতা বোঝাতে যেয়ে নিজেদের জমি সংক্রান্ত ভোগান্তির কথাও উল্লেখ করেন।

নামাজের বিরতির পর উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের উন্মুক্ত আলোচনার মধ্যে দিয়ে কর্মশালার কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ দল ভিত্তিক কার্যক্রম শুরু করেন এবং নিজ দলের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। অংশগ্রহণকারীবৃন্দের সুপারিশগুলো নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে কর্মশালা সমাপ্ত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ তসলীমুল ইসলাম। ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, বিভিন্ন পেশাজীবী ব্যক্তি ও গণমাধ্যম কর্মীবৃন্দ কর্মশালায় উপস্থিত থেকে উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন।

“ভূমি ব্যবস্থাপনায় এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মাঠ পর্যায়ে জনভোগান্তি দূর করা” বক্তব্যের এক পর্যায়ে এ কথা উল্লেখ করে ভূমিমন্ত্রী বলেন, জনস্বার্থে কর্মকর্তাদের নিজেদের নেতৃত্ব ও গুণাবলী প্রয়োগ করে অধীনস্থদের থেকে কাজ আদায় করে নিতে হবে। মন্ত্রী বলেন, “দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে পারলে ভূমি ব্যবস্থাপনায় সু-শাসন নিশ্চিত করা সম্ভব। সু-শাসন নিশ্চিত করতে পারলে আমরা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবো। ভূমি ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন যেন টেকসই হয় সেজন্যে আমরা বদ্ধপরিকর”।

জাতির পিতার বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বিশেষ অতিথি ভূমি সচিব মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী বলেন, “সরকারি কর্মচারি হিসাবে আমাদের নিজেদের জনগণের সেবায় উৎসর্গ করতে হবে এবং জাতীয় স্বার্থকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। আমাদের নিজেদের জনগণের খাদেম বলে বিবেচনা করতে হবে। সুতরাং আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে জনগণের কাছে। আমাদের দ্বারা যেন জনগণের ভোগান্তি না হয় সেভাবেই আমাদের কাজ করে যেতে হবে”।

অনলাইনে ই-নামজারি আবেদন করার জন্য ধাপসমূহ

ধাপ-১ কম্পিউটার/মোবাইল ইন্টারনেট সংযোগ দিন। যে কোনো একটা ব্রাউজার চালু করুন

ধাপ-২ ব্রাউজারের এড্রেসবারে www.land.gov.bd এবং Enter চাপুন

ধাপ-৩ নামজারি আবেদনের উপর ক্লিক করুন। ক্লিক করলে নামজারি আবেদন ফরম আসবে

ধাপ-৪ আবেদন ফরমে লাল চিহ্নিত ঘরগুলো অবশ্যই পূরণ করার পর অন্যান্য প্রয়োজনীয় ঘরগুলো পূরণ করুন

ধাপ-৫ আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় দলিল ও কাগজপত্র স্ক্যান করে দাখিল করুন

ধাপ-৬ আপনার আবেদন দাখিল হওয়ার পর নাম্বারসহ প্রাপ্ত প্রাপ্তিস্বীকারটি পরবর্তীতে আবেদনের অবস্থান জানার জন্য সংরক্ষণ করুন

ই-নামজারির ধাপসমূহ

আবেদনকারী কর্তৃক প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ www.land.gov.bd এর মাধ্যমে সহকারী কমিশনার (ভূমি) বরাবরে আবেদনপত্র দাখিল

প্রাথমিক যাচাই অন্তে সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক কেস নথি সৃজন

প্রস্তাব/প্রতিবেদনের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা (তহশিলদার) বরাবর প্রেরণ

আবেদনকারি কর্তৃক মূল কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা (তহশিলদার) অফিসে প্রদর্শন

সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা (তহশিলদার) কর্তৃক প্রস্তাব/প্রতিবেদন প্রেরণ

সার্ভেয়ার/কানুনগো কর্তৃক প্রস্তাব/প্রতিবেদন যাচাই

শুনানীর জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে নোটিশ প্রদান

সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক শুনানী গ্রহণ

চূড়ান্ত আদেশ

আপনার ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কে জানুন

ভূমি মন্ত্রণলায়ের বিভিন্ন শাখার দায়িত্ব/ কার্যাবলী

১। অধিগ্রহণ

(ক) অধিগ্রহণ-১

- ভূমি হুকুম দখল/বাড়ি রিকুইজিশন (ঢাকা, রাজশাহী, ময়মনসিংহ এবং রংপুর);
- এল এ কন্টিজেন্সী থেকে যাবতীয় ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়;
- কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি সম্পর্কিত বিষয়াদি;
- অধিগ্রহণ/অধিযাজন সম্পর্কিত আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন।

(খ) অধিগ্রহণ-২

- ভূমি হুকুম দখল/ বাড়ি রিকুইজিশন (চট্টগ্রাম, বরিশাল, খুলনা ও সিলেট) ;
- এল এ কন্টিজেন্সী থেকে যাবতীয় ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়;
- কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি সম্পর্কিত বিষয়াদি;
- অধিগ্রহণ/অধিযাজন সম্পর্কিত আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন।

২। সায়রাত

(ক) সায়রাত-১

- জলমহাল নীতিমালা ও এর আওতাধীন সকল কার্যাবলী;
- জলমহাল হস্তান্তরের বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক;
- সায়রাত ১ এবং ২-এ শাখার কর্মবন্টনে বর্ণিত হয়নি সায়রাত সংক্রান্ত এমন যেকোনো বিষয়।

(খ) সায়রাত-২

- লবণমহাল/পাথরমহাল ও বোটমহাল সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি;
- লবণ চাষের জমি সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- হাটবাজার ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- চিংড়ী মহাল ও অন্যান্য মহাল সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- সায়রাত সংক্রান্ত আইন বিধি ও নীতিমালা সংশোধন।

৩। প্রশাসন

(ক) প্রশাসন-১

- মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব এবং পদায়নকৃত কর্মকর্তা / কর্মচারীদের চাকুরি, ছুটি, বেতন ভাতাদি, এসিআর সংরক্ষণ;
- সংস্থাপন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
- সেবামূলক কার্যাবলী;
- চিঠিপত্র ব্যবস্থাপনা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, অফিস স্টেশনারী, প্রটোকল এবং ক্রয় সংক্রান্ত কাজ;
- মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে কর্মকর্তাদের পদায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- মন্ত্রণালয়ের স্টোর ও রেকর্ডরুম ব্যবস্থাপনা ।

(খ) প্রশাসন-২ (মাঠ প্রশাসন)

- মাঠ পর্যায়ে সকল দপ্তরের সংস্থাপন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- মাঠ পর্যায়ের সেটেলমেন্ট ও ম্যানেজমেন্ট সাইডের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলী সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- মাঠ প্রশাসনে সকল দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো/নিয়োগবিধি সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- ভূমি সংস্কার বোর্ডে-এর প্রশাসনিক বিষয়াদি;
- কোর্ট অব ওয়ার্ডস, দেবোত্তর সম্পত্তি, ওয়াকফ ও ট্রাস্টি সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা;
- মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ভূমি সংস্কার কর্মসূচি সংক্রান্ত কার্যাবলী।

(গ) প্রশাসন-৩ (প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলা ও ভূমি সংস্কার বোর্ড)

- স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত;
- মন্ত্রণালয় ও মাঠ প্রশাসনের ১ম শ্রেণী (নন ক্যাডার), ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রম;
- হিসাব নিয়ন্ত্রক ও মাঠ প্রশাসনের ১ম শ্রেণী (নন ক্যাডার) ও ২য় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রম;
- ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

(ঘ) লাইব্রেরী

- লাইব্রেরী সংক্রান্ত কার্যক্রম।

৪। বাজেট ও নিরীক্ষা

(ক) বাজেট ও অডিট শাখা

- ভূমি মন্ত্রণালয় ও সংযুক্ত সকল দপ্তর/অধিদপ্তরের বাজেট সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- ভূমি মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর সমূহের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন সংক্রান্ত;
- গৃহ নির্মাণ/ মটর সাইকেল / মটর কার / কম্পিউটার অগ্রিম সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়;
- মন্ত্রণালয়ের ও মাঠ পর্যায়ের অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত;
- ইউনিয়ন ভূমি অফিস মেরামত সংক্রান্ত বাজেট বরাদ্দকরণ;
- হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের প্রশাসনিক বিষয়াদি।

(খ) কাউন্সিল ও সমন্বয় শাখা

- জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলী;
- জাতীয় সংসদের কাউন্সিল অফিসারের যাবতীয় দায়িত্ব;
- পাবলিক একাউন্টস কমিটির যাবতীয় দায়িত্ব;
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়;
- উপসচিব বাজেট ও অডিট অধিশাখার আওতাধীন শাখাসমূহে বর্ণিত হয়নি বাজেট ও অডিট সংক্রান্ত এমন যেকোন কাজ।

(গ) হিসাব শাখা

- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সকল প্রকার বিল প্রস্তুতকরণ;
- ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ডিডিও, আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা, সার্ভিস বুক হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
- সিজিএ অফিসের সাথে হিসাব মিলকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।

৫। খাসজমি

(ক) খাসজমি-১

- অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত নীতি / আইন সংক্রান্ত কাজ;
- অকৃষি জমি বন্দোবস্ত (ঢাকা, খুলনা, সিলেট ও ময়মনসিংহ);
- পি ও ৯৮ এবং পি ও ১৩৫/৭৩ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
- পাহাড়ি খাস জমি সম্পর্কিত বিষয়াদি;
- আন্ত মন্ত্রণালয়ের খাস জমি সম্পর্কিত বিষয়াদি;
- বনায়নের জন্য খাস জমি বন্দোবস্ত (ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহ);
- চা বাগানের জমি বন্দোবস্ত ও চা বাগান সংক্রান্ত নীতিমালা;
- অকৃষি খাসজমি ও চা বাগান বিষয়ক আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন।

(খ) খাসজমি-২

- অকৃষি জমি বন্দোবস্ত (রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও রংপুর);
- কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত
- কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটি গঠন ও সভা সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- ভূসম্পত্তি জবর দখল সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়;
- বনায়নের জন্য খাস জমি বন্দোবস্ত(রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও রংপুর);
- রাষ্ট্রপতি/প্রধানমন্ত্রী/মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সম্পর্কিত কাজ;
- কৃষি খাসজমি বিষয়ক আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন;
- বিভাগীয় কমিশনারদের সমন্বয় সভা ।

৬। আইন

আইন-১

- মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি (ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ);
- প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত বিষয়;
- সরকারি কৌঁসুলি/আইন অফিসার নিয়োগ সংক্রান্ত (ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ);
- সলিসিটর উইং ও এটর্নী জেনারেল অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ;
- নামজারি ও জমাভাগ সংক্রান্ত কাজ (ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ)।

আইন-২

- মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি (রাজশাহী, সিলেট, রংপুর ও চট্টগ্রাম);
- প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত বিষয়;
- সরকারি কৌঁসুলি/আইন অফিসার নিয়োগ সংক্রান্ত (রাজশাহী, সিলেট, রংপুর ও চট্টগ্রাম);
- সলিসিটর উইং ও এটর্নী জেনারেল অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ;
- নামজারি ও জমাভাগ সংক্রান্ত কাজ (রাজশাহী, সিলেট, রংপুর ও চট্টগ্রাম);
- আইন/বিধি/নীতিমালা/ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও সংশোধন।

আইন-৩

- ভূমি উন্নয়ন কর সংক্রান্ত মামলার বিষয়াদি;
- সার্টিফিকেট মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- ভূমি ব্যবহার নীতি / আইন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
- জাতীয় ভূমি সংক্রান্ত পরিষদ ভূমি সংস্কার কর্মসূচি সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- মাঠ পর্যায়ে অফিসের জন্য ফরম সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- ভূমি আপীল বোর্ডের প্রশাসনিক কার্যাবলী;
- আইন/বিধি/নীতির বিষয়ে মতামত।

আইন-৪

- অর্পিত সম্পত্তি/পরিত্যক্ত সম্পত্তি/ বিনিময় সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- অর্পিত সম্পত্তির বাজেট থেকে অর্থ ছাড়করণ;
- অর্পিত সম্পত্তি সেল এবং যাবতীয় কার্যাবলী;
- অর্পিত সম্পত্তি তহবিল হতে ব্যয় সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- ভি পি কৌঁসুলী নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মামলা সংক্রান্ত ডাটাবেজ প্রণয়ন।

৭। জরিপ

(ক) জরিপ-১

- ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কার্যাবলী;
- সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার/উপসহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার কর্মকর্তাসহ অন্যান্য প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদি;
- জরিপ বিভাগের কর্মচারীদের শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কাজ;
- সেটেলমেন্ট নীতিমালা নির্ধারণ বিষয়ক কার্যাবলী;
- ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের বাজেট ও অর্থ বরাদ্দ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।

(খ) জরিপ-২

- জরিপ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী (জরিপ কর্মসূচি অনুমোদন, পূর্বের জরিপের সাথে বর্তমান জরিপের তুলনা, জরিপ কার্যক্রমে অর্থ বরাদ্দ চলমান জরিপের মনিটরিং ইত্যাদি);
- আন্তজেলা সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- ভূমি কমিশন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- সেটেলমেন্ট নীতিমালা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- সেটেলমেন্ট প্রেসের মুদ্রণ সংক্রান্ত কার্যাবলী।

৮। উন্নয়ন

পরিকল্পনা-১ ও ২

- ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি-জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন ও সংরক্ষণ-প্রকল্প (১ম পর্যায়: Computerization of Existing Mouza Maps and Khatian Project) (জুলাই '১২ হতে জুন '১৮) (প্রস্তাবিত জুলাই '১২ হতে জুন '২০);
- গুচ্ছগ্রাম ২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্প (অক্টোবর '১৫ হতে জুন '২০);
- চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প (সিডিএসপি)-৪ (জানুয়ারি '১১ হতে ডিসেম্বর '১৮);
- ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই '১৫ হতে জুন '১৮);
- ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প;
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প;
- উপজেলা পর্যায়ে পুকুর সংস্কার ও সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প;
- ২০টি জোনাল/রিভিশনাল সেটেলমেন্ট অফিসের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প;
- বাজেট প্রণয়ন ও আইবাস ডাটা এন্ট্রি;
- এডপি, আরএডপি প্রণয়ন এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) সভা;
- সংসদে প্রশ্নোত্তর;
- জেলা প্রশাসকদের সম্মেলনের তথ্য প্রদান;
- এসডিজি (Sustainable Developments Goals);
- বার্ষিক প্রতিবেদন;
- ভূমিহীন ও গৃহহীন লোকদের তথ্যাদি ও বিবিধ বিষয়াদি;
- বর্তমান সরকারের উল্লেখযোগ্য অর্জন;
- অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্যাদি প্রেরণ;
- মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ;
- জাইকা;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে চাহিত বিষয়াদির উপর মতামত প্রেরণ;
- সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা পদে নিয়োগ, কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের পদ সংরক্ষণ এবং প্রকল্পের জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।

পরিকল্পনা-৩ ও ৪

- সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই '১৬ হতে জুন '১৯);
- Vertical Extension of Land Administration Training Centre (LATC) Hostel Bhaban from 5th to 11th floor (জুলাই '১৬ হতে জুন '১৯);
- উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) (জুলাই '১৪ হতে জুন '১৯);
- Establishing Integrated Digital Network in the Case Application Management System (CAMS) of All Land & Land Revenue Adalats of Bangladesh;
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলার ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প;
- মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প;
- ঢাকা মহানগরীর ছিন্নমূল বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদের বহুতলবিশিষ্ট ভবনে পুনর্বাসন (২য় পর্যায়) প্রকল্প;
- বাংলাদেশ সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ একাডেমী স্থাপন প্রকল্প;
- বিভাগীয় ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প;
- ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা সেটেলমেন্ট, দিয়ারা সেটেলমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট প্রেসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নতুন আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প;
- ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান;
- মাস্টার প্ল্যান;
- বিভাগীয় কমিশনারদের সভা ও মাসিক সমন্বয় সভা;
- ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ (খসড়া);
- ইস্তাম্বুল প্রোগ্রাম অব একশন;
- Ease of Doing Business;
- ডিজিটাল মেলা;
- উন্নয়ন মেলা;
- ই-মিউটেশন সফটওয়্যার;
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে চাহিত তথ্যাদি ও প্রতিবেদন প্রেরণ;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে চাহিত তথ্যাদি ও প্রতিবেদন প্রেরণ;
- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে চাহিত বিষয়াদির উপর মতামত প্রেরণ;
- সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা পদে নিয়োগ, কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের পদ সংরক্ষণ এবং প্রকল্পের জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।

অন্যান্য (সরাসরি মাননীয় মন্ত্রী কিংবা সচিবের দপ্তর অথবা শাখা প্রধানের আওতায়)-

এপিএ

- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক কার্যক্রম;

তথ্য প্রযুক্তি

- মন্ত্রণালয়ের আইটি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম;

জনসংযোগ

- মাননীয় মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম;

মাননীয় মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহী হিসেবে সার্বিক প্রধানের দায়িত্বে থাকেন এবং মন্ত্রণালয়কে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। মন্ত্রীর অধীনে সচিব মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান ও প্রধান হিসাবদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন।

২। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা/ দপ্তরসমূহের কর্মকাণ্ড

(ক) ভূমি আপীল বোর্ড

- ভূমি সংক্রান্ত মামলার শুনানী (রাজস্ব সম্পর্কীয়);
- নামজারী ও জমা-খারিজ মামলা;
- সায়রাত ও জলমহাল সংক্রান্ত মামলা;
- ভূমি রেকর্ড সম্পর্কিত মামলা;
- ভূমি উন্নয়ন কর সার্টিফিকেট মামলা;
- খাস জমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত মামলা;
- পিডিআর এ্যাক্ট ১৯১৩ এর অধীনে দায়েরকৃত রিভিশন/ আপীল মামলা;
- অর্পিত সম্পত্তি, পরিত্যক্ত ও বিনিময় সম্পত্তি-বিষয়ক মামলা;
- সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে ন্যস্তকৃত দায়িত্ব পালন;
- অধীনস্থ ভূমি আদালতসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন, অনুবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- ভূমি সংক্রান্ত আইন, আদেশ ও বিধি সম্পর্কে সরকার কর্তৃক প্রেরিত বিষয়াদিতে পরামর্শ প্রদান।

(খ) ভূমি সংস্কার বোর্ড

- বিভিন্ন উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার কার্যালয়ের তত্ত্বাবধান;
- ভূমি উন্নয়ন কর আদায় সম্পর্কিত মাসিক সংকলিত প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য দপ্তরে প্রেরণ;
- ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের মধ্যে বাজেট ছাড়করণ;
- কোর্ট অব ওয়ার্ডস ও এস্টেটসমূহের ব্যবস্থাপনা, তদারকি এবং মন্ত্রণালয়ে এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ;
- মাঠ পর্যায়ের সকল নন গেজেটেড কর্মচারীদের আন্তঃবিভাগীয় বদলী;
- পাঁচ লক্ষ টাকার উর্ধ্বের বালুমহাল, জলমহাল ও পাথরমহাল এর ইজারা বন্দোবস্ত প্রস্তাব অনুমোদন।

(গ) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

- বিভিন্ন জেলার জরিপ পরিচালনা;
- মৌজাওয়ারী নক্সা ও রেকর্ড, ম্যাপ প্রস্তুত এবং মুদ্রণ;
- বাংলাদেশের সীমানা চিহ্নিতকরণ ও সীমানা নক্সা তৈরি, বিনিময় এবং অপদখলীয় সম্পত্তির বিরোধ নিস্পত্তি;
- আন্তঃবিভাগ, আন্তঃজেলা ও আন্তঃউপজেলা সীমানা নির্ধারণে প্রশাসনকে সহায়তা করা;
- কারিগরী ও ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে থানা ও জেলা'র সীমানা'র বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেয়া;
- ভূমি সংস্কার, ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে ও আন্তঃসীমানা বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
- বিসিএস ক্যাডারের কর্মকর্তাদেরসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভূমি জরিপ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যদেশের তথা আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণ, সীমানা পিলার সংরক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক সীমানা বিরোধ নিস্পত্তি ও প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক জরিপ পরিচালনা;
- নদীতে জেগে ওঠা জমির জরিপকরণ।

(ঘ) ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

- জেলা ও থানা পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;
- বিভাগীয় পর্যায়ে আঞ্চলিক ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং
- সরকারকে ভূমি সংস্কার ও অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ প্রদান।

(ঙ) হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর

- জেলা প্রশাসকের দপ্তরের রাজস্ব শাখা, এলএ শাখা, অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি শাখা এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের ভূমি অফিসসমূহের রাজস্ব অডিট;
- ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং এর অধীনস্থ জোনাল ও উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসসমূহের রাজস্ব অডিট;
- ভূমি সংস্কার বোর্ড-এর অধীনস্থ বিভাগীয় দপ্তরসমূহের রাজস্ব অডিট;
- ভূমি আপীল বোর্ড-এর রাজস্ব অডিট;
- ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের রাজস্ব অডিট;
- গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প'র রাজস্ব অডিট; এবং
- কোর্ট অব ওয়ার্ডস (ভাওয়াল রাজ) এর কার্যক্রমের রাজস্ব অডিট।

৩। ভূমি মন্ত্রণালয়ের মূল কার্যাবলি (সংক্ষেপিত allocation of business)

- ভূমি সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি, নীতিমালা, নির্দেশিকা ও ম্যানুয়াল প্রণয়ন, সংশোধন, সংরক্ষণ;
- ভূমি জরিপ, স্বত্বলিপি প্রণয়ন, সংশোধন, সংরক্ষণ ও বিতরণ;
- ভূমির নকশা ও রেকর্ড প্রণয়ন, সংরক্ষণ এবং প্রকাশ;
- ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়;
- ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান;
- খাস, অর্পিত সম্পত্তি, পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও সায়রাতমহাল ব্যবস্থাপনা;
- ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল-সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সীমানা চিহ্নিতকরণ, সীমানা পিলার স্থাপন, মেরামত ও সংরক্ষণ;
- অধিক্ষেত্র অনুযায়ী ভূমি সংক্রান্ত বিবিধ মামলার শুনানি ও নিস্পত্তি;
- দেওয়ানী মামলায় সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণে আদালতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা;
- বিসিএস ক্যাডারভুক্ত অফিসারদের সার্ভে ও সেটেলমেন্ট ট্রেনিংসহ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ;
- অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার কার্যাবলি তত্ত্বাবধান

৪। ভূমি মন্ত্রণালয়ের রূপকল্প (Vision)

- টেকসই ও জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার এবং ভূমি-সংক্রান্ত সর্বোত্তম সেবা নিশ্চিতকরণ

৫। ভূমি মন্ত্রণালয়ের অভিলক্ষ্য (Mission)

- বিজ্ঞানভিত্তিক ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন;
- কৃষি জমি সংরক্ষণ, পরিবেশ উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা সুরক্ষা ও দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন;
- অকৃষি জমির সুপরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর বাস উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাস;
- ভূমি-বিষয়ক সমস্যার সমাধান।

ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গুচ্ছগ্রাম উদ্বোধন (তারিখ: ৩ মে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ)

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার দপ্তর-ভিত্তিক রূপরেখা

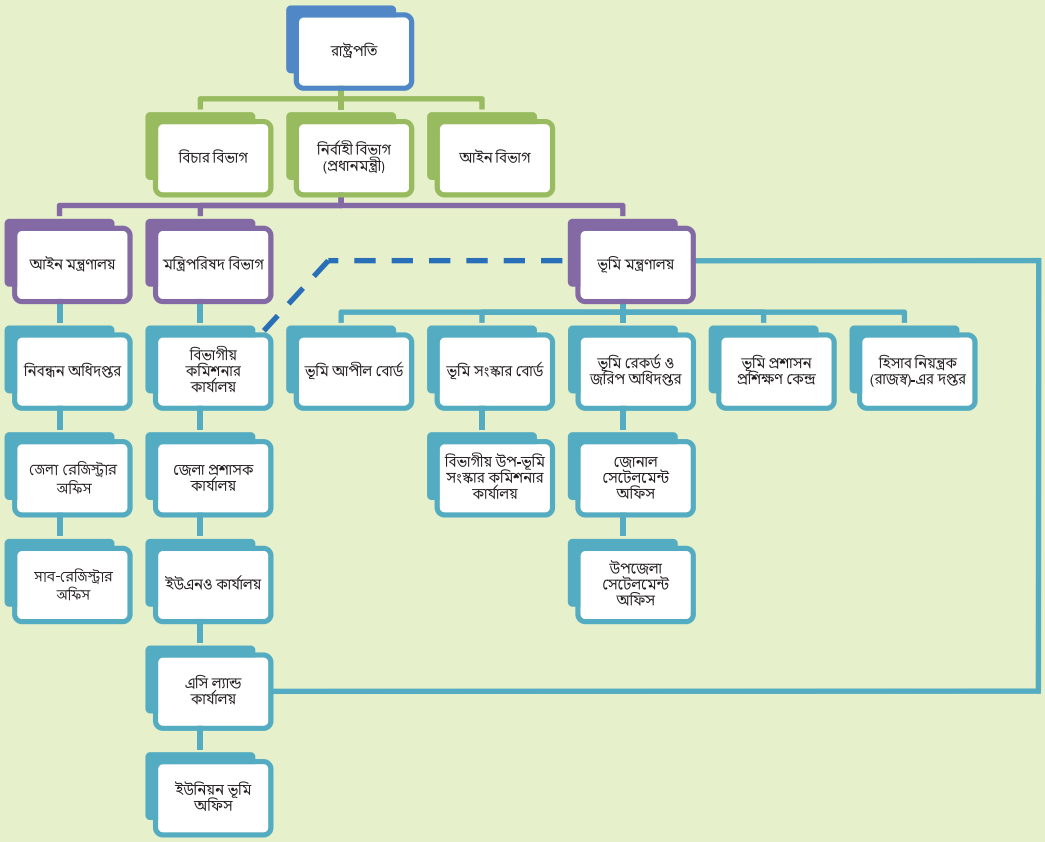

০১। নিবন্ধন অধিদপ্তর সম্পূর্ণভাবে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় কাজ করে।

০২। বিভাগীয় কমিশনার, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক (কালেক্টর হিসেবে)-এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা তদারকি করেন। প্রশাসনিকভাবে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাভূক্ত এবং ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁরা মন্ত্রণালয়ের কাছে দায়বদ্ধ।

০৩। কালেক্টরেট-এ জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমি বিষয়ক বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ হলেন রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি), ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা (এলএও), জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার (জিসিও) এবং রেকর্ড রুম কর্মকর্তা।

০৪। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সরাসরি ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে কাজে সম্পৃক্ত নন। তবে সহকারী কমিশনার (ভূমি)/এসি ল্যান্ড-এর কর্মকাণ্ড তিনি তদারকি করেন এবং এসি ল্যান্ড-এর অনুপস্থিতিতে তিনি সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন। প্রশাসনিকভাবে ইউএনও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাভূক্ত ও এসি ল্যান্ড ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত।

০৫। সরকারি সার্ভে ইন্সটিটিউটগুলো কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত হয়।

চিত্র ঃ বানারপারা গুচ্ছগ্রাম জয়পুরহাট

উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলার পোড়াগাছায় গুচ্ছগ্রাম উদ্বোধন করেন। উক্ত গুচ্ছগ্রামের বেশির ভাগ মানুষই এখন প্রতিষ্ঠিত। এরপর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহহীনদের পুনর্বাসন করা হয়। বর্তমানে গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিক্টিমস্ রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন।